



رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

বাংলা

بنغالي

التحذير من البدع

বিদআত থেকে সতর্কীকরণ



সংকলন মাননীয় শাইখ
শাইখ আব্দুল 'আয়ীয় ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বায

التحذير من البدع

বিদআত থেকে সতকীকরণ

لسمحة الشیخ العلامة
عبد العزیز بن عبد الله بن باز
رحمه الله

সংকলন মাননীয় শাইখ
শাইখ আব্দুল আয়ায় ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বায

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পঞ্চম পুস্তিকা:

মীলাদুন্নবী ও অন্যান্য মীলাদ উদযাপনের বিধান

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত
হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর, তার পরিবার ও
সাহাবীগণের ওপর এবং যারা তার পথ অনুসরণ করে
তাদের ওপর।

অতঃপর: অনেকের পক্ষ থেকে বারবার নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ উদযাপনের
বিধান সম্পর্কে এবং এ সময় তার জন্য দাঁড়ানো, তাকে
সালাম প্রদান করা ও মীলাদে যা কিছু করা হয় সে
সম্পর্কে প্রশ্ন এসেছে।

এর উত্তর হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামের জন্মদিবস অথবা অন্য কোনো মীলাদ
উদযাপন করা জায়েয নয়; কারণ এটি দ্বীন ইসলামে
সৃষ্ট নতুন বিদ্যাত। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম, তার খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে
কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহৰম এবং তাদের অনুসরণকারী
তাবেঁয়ীগণ উদযাপন করেননি; যারা শ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ
ছিলেন। তারা সুন্নাহ সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী এবং
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি
সবচেয়ে বেশি মহুবত পোষণকারী ও তার শরীয়তের

পূর্ণাঙ্গ অনুসরণকারী ছিলেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু
ওয়া তা'আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে বলেছেন:

﴿...وَمَا آتَيْتُكُمْ رَسُولُنَا فَحُذْوَهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمْ فَانْتَهُوا...﴾

রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমারা গ্রহণ কর
এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ কর তা থেকে বিরত
থাক

[আল-হশর: ৭] তিনি আরো বলেন:

﴿...فَلَيَحْذِرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা
সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপত্তি হবে
অথবা আপত্তি হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
[আন-নূর: ৬৩] তিনি আরো বলেছেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে
উত্তম আর্দশ, তার জন্য যে আসা রাখে আল্লাহ ও শেষ
দিনের এবং আল্লাহকে বেশী স্মরণ করো। [আল-
আহ্যাব: ২১] তিনি আরো বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ أَتَبْعَوْهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ اللَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ

فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জামাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য। [আত-তাওবাহ: ১০০] তিনি আরো বলেন,

«...إِلَيْهِمْ أَكْتَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ
لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...»

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [আল-মায়েদা: ৩] এই অর্থে অনেক আয়াত রয়েছে। অথচ প্রমাণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.»

“যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” অর্থাৎ তার উপর এটি প্রত্যাখ্যাত হবে। অপর হাদিসে তিনি বলেন:

«عَلَيْكُمْ بِسْتَيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيَّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا

بِهَا، وَعَصُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاُكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ».

“তোমাদের উপর আবশ্যক হলো আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। আর তোমরা তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা নতুন সৃষ্টি কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি নতুন সৃষ্টি কাজই বিদআত, আর সকল বিদআতই প্রকৃত।” এই দুইটি হাদীসে বিদআত সৃষ্টি এবং তা পালন করা থেকে কঠোর সতর্কতা রয়েছে।

এ ধরনের মীলাদ উদযাপন থেকে বোৰা যায় যে, আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মতের জন্য দ্বীনকে পূর্ণ করেননি এবং রাসূল আলাইহিস সালাম উম্মতের জন্য যা পালনীয় তা পৌঁছে দেননি! ফলে পরবর্তীরা এসে আল্লাহর শরীয়তে এমন কিছু সংযোজন করলো যা তিনি অনুমোদন করেননি; এই ধারণা থেকে যে এটি তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে। নিঃসন্দেহে, এটি একটি ভয়ানক বিপদ এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা। অথচ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন এবং তাদের ওপর নিআমতকে সম্পূর্ণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং জানাতে পৌঁছানোর ও জাহানাম থেকে দূরে

থাকার কোনো পথ তিনি উম্মতের জন্য অপ্রকাশিত
রাখেননি। যেমন সহীহ হাদীসে আবদুল্লাহ ইবন আমর
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدْلِلَ أُمَّتَهُ عَلَىٰ خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ . وَيُنْذِرُهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ».

“আল্লাহু যখনই কোন নবী প্রেরণ করেন, তখনই
তার উপর আবশ্যক ছিল যে তিনি তার উম্মতের জন্য
যা কল্যাণকর জানবেন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন
এবং তাদের জন্য যা ক্ষতিকর জানবেন তা থেকে
তাদেরকে সতর্ক করবেন।” (সহীহ মুসলিম)।

এটা জানা কথা যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী
এবং বাণী প্রচার ও উপদেশ প্রদানে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ।
যদি মীলাদ উদযাপন ধর্মের অংশ হতো যা আল্লাহর
পছন্দ, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা
উম্মতের জন্য স্পষ্ট করতেন, অথবা নিজ জীবদ্ধায়
তা পালন করতেন, অথবা তার সাহাবীগণ তা পালন
করতেন। যেহেতু এর কিছুই ঘটেনি, তাই জানা গেল যে,
এটি ইসলামের কোনো অংশ নয়, বরং এটি নতুন
উদ্ভাবিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো থেকে রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মতকে সতর্ক
করেছেন, যেমনটি হাদীসগুলোতে পূর্বে উল্লেখ করা

হয়েছে। এই বিষয়ে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

অনেক আলেম মীলাদ উদযাপনের বিরোধিতা করেছেন এবং এর থেকে সতর্ক করেছেন; উল্লেখিত দলীল ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে। কিছু প্রবর্তী ঘুগের আলেম ভিন্নমত পোষণ করেছেন: তারা এটিকে বৈধ বলেছেন যদি এতে কোন অবৈধ কাজ না থাকে; যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে অতিরিক্ত প্রশংসা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এবং শরী'আত যা প্রত্যাখ্যান করে এমন অন্যান্য বিষয়। তারা মনে করেছেন যে এটি একটি বিদআতে হাসানা।

অর্থে শরী'আতের মূলনীতি হলো: যে বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর দিকে প্রত্যার্পণ করা, যেমন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বলেছেন:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَلْأَمِرُ مِنْكُمْ
فَإِن تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ ثُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۝ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোনো বিষয়ে

তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থ্য উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। [আন-নিসা: ৫৯] তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا أَخْتَلَفْتُمُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَيَّ الْلَّهِ...﴾

আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করা না কেন---
তার ফয়সালা তো আল্লাহরই কাছে। [আশ-শূরা: ১০]

আমরা এই বিষয়টি তথা মীলাদ উদযাপনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাবের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি, যেখানে আমরা দেখতে পাই যে, এ কিতাব আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছে যা তিনি নিয়ে এসেছেন সে বিষয়ে এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে আমাদের সতর্ক করেছে। আমাদেরকে এও জানিয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। আর এই উদযাপন সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে আসেননি। সুতরাং এটি সেই দ্বীনের অংশ নয় যা আল্লাহ আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করেছেন এবং যার ক্ষেত্রে আমাদেরকে রাসূলের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমরা এটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের দিকেও ফিরিয়ে দিয়েছি; কিন্তু

সেখানে আমরা পাইনি যে তিনি কখনো এটি পালন করেছেন, বা এর আদেশ দিয়েছেন, বা তার সাহাবীগণ এটি পালন করেছেন। ফলে আমরা জানতে পারলাম যে এটি দ্বিনের কোন অংশ নয়, বরং এটি নতুন সৃষ্টি বিদ্যাত এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানদের তাদের উৎসবের ক্ষেত্রে অনুসরণের অন্তর্ভুক্ত।

এ থেকে প্রতিটি বিবেকবান ও সত্যের প্রতি আগ্রহী এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মীলাদ উদযাপন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এটি নতুন সৃষ্টি বিদ্যাত, যা আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তায়ালা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিত্যাগ করতে এবং তা থেকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত নয় যে, বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মানুষকে এটি উদযাপন করতে দেখে বিপ্রান্ত হওয়া; কারণ সত্যের পরিচয় অধিক সংখ্যক কর্মীর মাধ্যমে হয় না, বরং তা হয় শরীয়তের প্রমাণ দ্বারা, যেমন আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُوَدًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ
هَاتُوا بُرْهَنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

আর তারা বলে, ‘ইয়াহুদী অথবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো জানাতে প্রবেশ করবে না’। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বলুন, ‘যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে

তোমাদের প্রমাণ পেশ কর'। [আল-বাকারাহ: ১১১]
তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...﴾

আর যদি আপনি যমীনের অধিকাংশ লোকের কথামত চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে... [আল-আনআম: ১১৬]

তারপর এই মীলাদ উদযাপনসমূহের অধিকাংশই বিদ্বাত হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য ন্যাক্তারজনক বিষয় থেকেও মুক্ত নয়; যেমন: নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, গান-বাজনার ব্যবহার, মাদকদ্রব্য ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করা এবং অন্যান্য অশুভ কাজ থেকে। এতে অনেক সময় এমন কিছুও ঘটে থাকে যা তার চেয়েও ভয়াবহ, আর তা হলো বড় শিরক। এটি ঘটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা অন্য কোন অলীর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে এবং তাদেরকে ডাকা, তাদের নিকট ফরিয়াদ করা, তাদের থেকে মদদ চাওয়া ও তাদেরকে গায়েবের জ্ঞানী মনে করা ইত্যাদি কুফরী বিষয়ের মাধ্যমে, যা অনেক মানুষ সংঘটিত করে থাকে যখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ বা তাদের ভাষায় অলীদের মীলাদ উদযাপন করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন:

«إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْبُ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوْبُ فِي الدِّيْنِ».

“তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাক। কেননা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে।” নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আরো বলেছেন:

«لَا تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرِيْمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُوْلُهُ».

“তোমরা আমার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমনটি খৃষ্টানরা ইবন মারইয়্যাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি কেবল একজন বান্দা। তাই তোমরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।” ইমাম বুখারী উমর রায়ি থেকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর আশচর্যজনক ও বিস্ময়কর বিষয় হলো: অনেক মানুষ এই বিদআতী উৎসবসমূহে উপস্থিত হতে সক্রিয় ও পরিশ্রমী হয়, এবং এগুলোর পক্ষে সাফাই গায়, অথচ আল্লাহ তাদের উপর যে জুম'আ ও জামাতে উপস্থিত হওয়া ফরজ করেছেন তা থেকে পিছিয়ে থাকে, তাতে গুরুত্ব দেয় না এবং মনে করে না যে সে একটি বড় মুনকার কাজ করেছে। নিঃসন্দেহে এটি ঈমানের দুর্বলতা, অন্তর্দৃষ্টির অভাব এবং নানা পাপ ও অবাধ্যতার কারণে হৃদয়ে যে ব্যাপক মরিচা পড়েছে তার ফল। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের এবং সকল মুসলমানদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

এর মধ্যে রয়েছে: কিছু লোক মনে করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীলাদুন্নবীতে উপস্থিত হন; এজন্য তারা তাকে অভিবাদন জানায় এবং স্বাগত জানিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, যা সবচেয়ে বড় মিথ্যা এবং জঘন্য অজ্ঞতা। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার কবর থেকে বের হবেন না, কারো সাথে যোগাযোগ করবেন না এবং তাদের সমাবেশে উপস্থিত হবেন না। বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরেই অবস্থান করবেন এবং তার রূহ তার রবের কাছে সম্মানিত স্থানে উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾^{১৫} ﴿١٥﴾

এরপর তোমরা নিশ্চয় মরবে,
তারপর কেয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমাদেরকে
উপ্থিত করা হবে। [আল-মুমিনুন: ১৫, ১৬]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشُقُ عَنْهُ الْقَبْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ».

“কিয়ামতের দিন আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর বিদীর্ণ হবে এবং আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি।” তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে বর্ষিত হোক সর্বোত্তম সালাত ও সালাম।

এই দুইটি মহিমান্বিত আয়াত ও পবিত্র হাদীস এবং এ অর্থে বর্ণিত অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহ: সবই প্রমাণ

করে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মৃত ব্যক্তিরা কেবল কিয়ামতের দিন তাদের কবর থেকে বের হবেন। এটি মুসলিম আলেমদের মধ্যে সর্বসম্মত বিষয়; এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং জাহিল ও অনুরূপ ব্যক্তিদের দ্বারা উদ্ভাবিত বিদ্যাত ও কুসংস্কার থেকে সতর্ক থাকা; যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। আল্লাহই সহায়ক, তারই উপর নির্ভরতা, এবং তার সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠ: এটি সর্বোত্তম নৈকট্য ও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَيُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَبَّلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلَوْا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا﴾

নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। [আল-আহয়াব: ৫৬], নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً؛ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا».

“যে আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহহ
তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন।” এটি সকল
সময়ে শরীয়তসম্মত এবং প্রতি ওয়াক্ত সালাতের শেষে
এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বরং অনেক আলেমের
মতে, প্রতিটি সালাতের শেষ তাশাহল্লুদে এটি পাঠ করা
ওয়াজিব। এর সুন্নাত হওয়া বহু ক্ষেত্রে আরও বেশি
গুরুত্ব পায়; এর মধ্যে রয়েছে আজানের পর, নবী
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উচ্চারণের
সময় এবং জুমুআর দিন ও রাতে, যেমনটি অনেক
হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের
এবং সকল মুসলিমকে তার দ্বীনের গভীর বুঝ দান
করেন ও তাতে দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করেন এবং
সকলকে সুন্নাতের অনুসরণ ও বিদআত থেকে সতর্ক
থাকার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি
দানশীল, মহানুভব।

আর সালাত ও সালাম নাফিল হোক আমাদের নবী
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তার
পরিবার পরিজন এবং সাহাবীদের ওপর।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ষষ্ঠ পুস্তিকা:

লাইলাতুল ইসরা ও মেরাজ উদযাপনের বিধান

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত
হোক আল্লাহর রাসূলের ওপর এবং তার পরিবার ও
সাহাবীগণের ওপর।

অতঃপর: কোন সন্দেহ নেই যে, ইসরা এবং মিরাজ
আল্লাহর মহান নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম, যা তাঁর
রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
সত্যতার প্রমাণ এবং আল্লাহর নিকট তার বিশাল
মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া
তাঁআলার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন এবং তাঁর সকল
সৃষ্টির উপর উচ্চতার প্রমাণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া
তাঁআলা বলেন:

«سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكَنَا حَوْلَهُ وَلِنُرِيهُ وَمِنْ عَائِتَنَا إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①»

পবিত্র মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে
ত্রিমণ করালেন, আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-
মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমরা
দিয়েছি বরকত, যেন আমরা তাকে আমাদের নিদর্শন
দেখাতে পারি; তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বদ্রষ্টা। [আল-ইসরা:

ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାହାନ୍ ଆଲାଇହି ଓସାଲ୍ଲାମ ଥିକେ ଧାରାବାହିକ ନିର୍ଭର୍ଯୋଗ୍ୟ ସୂତ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯେଛେ ସେ, ତାକେ ଆସମାନସମୁହେ ନିଯେ ସାତ୍ୟ ହେଯେଛିଲ ଏବଂ ତାର ଜନ୍ୟ ଆସମାନେର ଦରଜାଗୁଲୋ ଖୁଲେ ଦେଓସା ହେଯେଛିଲ, ଏମନକି ତିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସମାନ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଗେଛିଲେନ । ସେଥାନେ ତାର ପ୍ରତିପାଲକ ଆଲ୍ଲାହ୍ ସୁବହାନାନ୍ ଓସା ତା'ଆଲା ତାର ସାଥେ ସା ଇଚ୍ଛା କଥା ବଲିଲେନ ଏବଂ ତାର ଉପର ପାଁଚ ଓସାକ୍ତ ସାଲାତ ଫରଯ କରିଲେନ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ସୁବହାନାନ୍ ଓସା ତା'ଆଲା ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଶ ଓସାକ୍ତ ସାଲାତ ଫରଯ କରିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ନବୀ ମୁହମ୍ମାଦ ସାଲ୍ଲାହାନ୍ ଆଲାଇହି ଓସାଲ୍ଲାମ ବାରବାର ତାଁର କାହେ ଫିରେ ଗିଯେ ତା ସହଜ କରାର ଆବେଦନ କରିଲେନ, ଅବଶେଷେ ତା ପାଁଚ ଓସାକ୍ତ କରା ହଲୋ । ଏଟି ଆଦାୟ କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ପାଁଚ ଓସାକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେଇବେର କ୍ଷେତ୍ରେ ପଞ୍ଚଶ ଓସାକ୍ତ; କାରଣ ପ୍ରତିଟି ନେକ ଆମଲେର ଜନ୍ୟ ଦଶଗୁଣ ସେଇବା ରହେଛେ । ଆଲ୍ଲାହର ସମ୍ପତ୍ତି ନିୟାମତେର ଜନ୍ୟ ତାଁର ପ୍ରଶଂସା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛି ।

ସେ ରାତେ ଇସରା ଓ ମିରାଜ ସଂଘଟିତ ହେଯେଛିଲ, ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବେ ରଜବ ବା ଅନ୍ୟ କୋନୋ ମାସେ ସଂଘଟିତ ହେଯାର ବ୍ୟାପାରେ ସହିହ ହାଦୀସେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଯନି । ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାର ବ୍ୟାପାରେ ସା କିଛୁ ଏସେଛେ, ତା ହାଦୀସ ସମ୍ପର୍କେ ବିଜ୍ଞଦେର ନିକଟ ନବୀ ସାଲ୍ଲାହାନ୍ ଆଲାଇହି ଓସାଲ୍ଲାମ ଥିକେ ପ୍ରମାଣିତ ନାହିଁ । ଏଟି ମାନୁଷଦେର ଭୁଲିଯେ ଦେଓସାର ମଧ୍ୟେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଆଲାର ଗଭୀର ହିକମତ ରହେଛେ । ଯଦି

এর নির্দিষ্টতা প্রমাণিত হতো, তবুও মুসলিমদের জন্য তা কোনো ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েষ হতো না; এবং তাদের জন্য তা উদযাপন করাও জায়েষ হতো না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম তা উদযাপন করেননি এবং তা কোনো ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেননি। এবং যদি এ রাত উদযাপন করা শরীয়ত সম্মত হতো, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বা কাজের মাধ্যমে উম্মতের নিকট তা স্পষ্ট করতেন। যদি এমন কিছু ঘটতো, তবে তা জানা যেত ও প্রসিদ্ধ হতো এবং সাহাবীগণ তা আমাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। তারা তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উম্মতের প্রয়োজনীয় সবকিছুই পৌঁছে দিয়েছেন এবং দ্বীনের কোনো বিষয়েই অবহেলা করেননি। বরং তারা সর্বপ্রথম কল্যাণের দিকে অগ্রগামী হয়েছেন। সুতরাং যদি এ রাত উদযাপন করা শরীয়ত সম্মত হতো, তবে তারাই এ কাজে অগ্রগামী হতেন। বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানুষের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণকামী, তিনি রিসালত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আমান্ত আদায় করেছেন। সুতরাং যদি এই রাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও উদযাপন করা আল্লাহর দ্বীনের অংশ হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উপেক্ষা করতেন না এবং গোপন রাখতেন না। যেহেতু এমন কিছু ঘটেনি, তাই জানা গেল যে, এর উদযাপন ও এটিকে গুরুত্বারোপ

করা ইসলামের অংশ নয়। আল্লাহ এই উম্মতের জন্য তাদের দীনকে পূর্ণ করেছেন এবং তাদের উপর তাঁর নিআমতকে সম্পূর্ণ করেছেন। আর তিনি তাদের নিন্দা করেছেন যারা দীনে এমন কিছু প্রবর্তন করে যা আল্লাহ অনুমোদন করেননি। এ মর্মে তিনি তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে বলেছেন:

﴿أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ يُعْمَلِي وَرَضِيَتِ
لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا...﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [আল-মায়েদা: ৩] তিনি আরো বলেন:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكُواْ شَرَعُواْ لَهُمْ مَنْ أَلَّمْ يَأْذِنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ
الْفَضْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

নাকি তাদের এমন কতগুলো শরীক রয়েছে, যারা এদের জন্য দীন থেকে শরীআত প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের মাঝে অবশ্যই সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। আর যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [আশ-গুরা: ২১]

সহীহ হাদিসসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বিদআত

থেকে সতর্ক করেছেন এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বিদআত হলো পথপ্রস্তুতা। এতে উম্মতকে বিদআতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে তা থেকে দূরে থাকার প্রতি উদ্বৃদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো— সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ».

“যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বিনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে:

«مَنْ عَوَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرَنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ».

“যে কেউ এমন আমল করল যা আমাদের শরী'আতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” সহীহ মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন তার খুতবায় বলতেন:

«أَمَّا بَعْدَ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بُدْعَةٍ ضَلَالٌ».

“অতঃপর, সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সবচেয়ে উত্তম হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত। সবচেয়ে
নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে দ্বিনের মাঝে নতুন কিছু তৈরী করা
(বিদ'আত), আর প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।” ইমাম
নাসায়ী জাইয়িদ সনদে এতে আরো বৃদ্ধি করেছেন:

«وَكُلْ صَلَاتٍ فِي النَّارِ».

“আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহানামে নিয়ে যায়।” সুনান
গ্রন্থে এসেছে, ইরবাষ বিন সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন,
তাতে অন্তর ভীত হলো এবং চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরল।
আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটি
বিদায়ী ভাষণ। সুতরাং আমাদেরকে উপদেশ দিন। তিনি
বললেন:

«أُوصِيُّكُمْ بِتَقْوَىِ اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأْمَرُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ
يَعْشُ مِنْكُمْ فَسَيَرِي أَخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُتْنَيِّ وَسُنْنَةِ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ
الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاُكُمْ وَمُؤْمِنَاتِ
الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُخْدِثَةٍ بِدُنْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ صَلَاتَةٌ».

“আমি তোমাদেরকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন,
শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তোমাদের
উপর একজন ক্রীতদাসকে আমীর বানানো হয়। কারণ,
তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা
অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমাদের

উপর আবশ্যক হবে আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। আর তোমরা তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা নতুন সৃষ্টি কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি নতুন সৃষ্টি কাজই বিদআত, আর সকল বিদআতই প্রষ্টতা।” এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পরবর্তী সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা বিদআত থেকে সতর্ক করেছেন এবং তা থেকে বিরত থাকার কঠোর আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, এটি দ্বীনের মধ্যে সংযোজন ও এমন বিধান যাতে আল্লাহর অনুমোদন নেই। এটি আল্লাহর শক্র ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ, যারা তাদের ধর্মে সংযোজন করেছে এবং এমন কিছু উদ্ভাবন করেছে, যা আল্লাহ অনুমোদন করেননি। এছাড়াও, বিদআতের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো ইসলামকে অসম্পূর্ণ মনে করা এবং এটিকে পরিপূর্ণ না হওয়ার অপবাদ দেওয়া। এটি যে কত বড় বিভ্রান্তি ও নিন্দনীয় কাজ, তা স্পষ্ট। পাশাপাশি, এটি আল্লাহ তায়ালার এই বাণীর বিপরীত অবস্থান গ্রহণের শামিল:

﴿...أَلَيْوَمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম [আল-মায়েদা: ৩] তদ্বপ রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধিতা যা বিদআত থেকে সতর্ক করে এবং

তা থেকে পলায়ন করার নির্দেশ দেয়।

এ পর্যন্ত যা উল্লেখ করা হয়েছে, আমি আশা করি এতে সত্য অনুসন্ধানকারীর জন্য যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যা তাকে এই বিদ্যাত—অর্থাৎ, ইসরাও মিরাজের রাত উদযাপনকে অঙ্গীকার করার এবং তা থেকে সতর্ক থাকার জন্য যথেষ্ট হবে। তাছাড়া এটি ইসলামের কোনো অংশও নয়।

মুসলমানদের জন্য উপদেশ প্রদান এবং আল্লাহ তাদের জন্য যে দ্বীন নির্ধারণ করেছেন তা বর্ণনা করা এবং ইলম গোপন করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আল্লাহ যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন তার জন্য; আমি আমার মুসলিম ভাইদেরকে এই বিদ্যাতের ব্যাপারে সতর্ক করার মনস্ত্রির করেছি; যা অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি কিছু মানুষ এটিকে দ্বীনের অংশ মনে করছে।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা যে, তিনি যেন সকল মুসলিমের অবস্থা সংশোধন করে দেন, তাদেরকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন, এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে হক আঁকড়ে ধরার ও তাতে দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করেন, আর যা এর বিপরীত তা পরিত্যাগ করার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি এর অভিভাবক এবং এর উপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার ও

সাহাবীগণের ওপর সালাত, সালাম ও বরকত নাযিল
করুন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সপ্তম পুস্তিকা:

মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত)

উদযাপনের বিধান

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের জন্য দীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং আমাদের ওপর নি'আমতকে সম্পূর্ণ করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ- এর ওপর, যিনি ছিলেন তাওবা ও রহমতের নবী।

অতঃপর: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا...﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [আল-মায়েদা: ৩] তিনি আরো বলেন,

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الْدِيْنِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ...﴾

নাকি তাদের এমন কতগুলো শরীক রয়েছে, যারা এদের জন্য দীন থেকে শরীআত প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি... [আশ-শুরা: ২১] সহীহাইনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ».

“যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বিনো মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” এবং সহীহ মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার খুতবায় বলতেন:

«أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدِيٍّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتٌ هُنَّ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالٌ».

“অতঃপর: নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সবচেয়ে উত্তম হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত। সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে (দ্বিনের মধ্যে) নবআবিস্কৃত কাজ (বিদ'আত), আর প্রতিটি বিদ'আতই প্রস্তুত।” এ বিষয়ে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তা'আলা এই উম্মতের জন্য তাদের দ্বিনকে পূর্ণ করেছেন এবং তাদের উপর তাঁর নিআমতকে সম্পূর্ণ করেছেন। এবং তাঁর নবী - আলাইহিস সালাম- এর ইন্তেকাল হয়নি যতক্ষণ না তিনি সুস্পষ্টভাবে তা পোঁচে দিয়েছেন এবং উম্মতের জন্য আল্লাহ যে কথা ও কাজে বিধান দিয়েছেন তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, তার পরবর্তীতে মানুষ যা

কিছু দ্বীনের মধ্যে সৃষ্টি করে এবং ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি করে, তা সবই বিদ্বাত এবং তা সৃষ্টিকারীর দিকে প্রত্যাখ্যাত হবে, যদিও তার উদ্দেশ্য ভালো হয়। এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বুঝতে পেরেছিলেন। তেমনি তাদের পর ইসলামের আলেমগণও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তারা বিদ্বাতকে অস্বীকার করেছেন এবং তা থেকে সতর্ক করেছেন। যেমনটি, যারা সুন্নাহর মর্যাদা ও বিদ্বাতের অস্বীকৃতি নিয়ে লিখেছেন, যেমন ইমাম ইবনে ওয়ায়ঘাহ, তারতুশী, আবু শামা প্রমুখগণ উল্লেখ করেছেন।

কিছু লোকের উদ্ভাবিত বিদ্বাতের মধ্যে একটি হলো: মধ্য শাবানের রাত উদযাপন করা এবং তার দিনকে সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা। এর উপর নির্ভরযোগ্য কোনো দলীল নেই। এ রাতের ফয়লত সম্পর্কে দুর্বল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার উপর নির্ভর করা জায়ে নয়।

পক্ষান্তরে এ রাতের সালাতের ফয়লত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা সবই ভিত্তিহীন, যেমনটি বহু আলেমগণ উল্লেখ করেছেন। ইনশাআল্লাহ, তাদের কিছু বক্তব্য সামনে উল্লেখ করা হবে।

এ বিষয়ে শাম অঞ্চলের কিছু সালাফ আলেম ও অন্যান্যদের আচারণ বর্ণিত হয়েছে।

অধিকাংশ আলেমদের ঐক্যমতে, এ উদযাপন

বিদ'আত এবং এ সংক্রান্ত ফর্মালতের হাদীসগুলো সবই দুর্বল, যার কিছু কিছু বানোয়াট। এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন: হাফিয় ইবন রজব তার (লোতায়িফুল মাআরিফ) গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা। জানা কথা যে, দুর্বল হাদীস কেবল সেই ইবাদতসমূহের ক্ষেত্রে আমল করা যেতে পারে, যেগুলোর মূল সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মধ্য শাবানের রাত উদযাপনের ব্যাপারে কোনো সহীহ ভিত্তি নেই- যাতে দুর্বল হাদীস দ্বারা একে সমর্থন করা যায়। এই মহান নীতিটি উল্লেখ করেছেন ইমাম আবু আবাস শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ।

হে পাঠক! আমি আপনার জন্য এই বিষয়ে কিছু আহলুল ইলমের বাণী উল্লেখ করছি, যাতে আপনি এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন।

সম্মানিত আলেমগণ -(রহিমাহুল্লাহ)-
সর্বসম্মতিক্রমে একমত যে, মানুষের মধ্যে যে বিষয়গুলো নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, সেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কিতাব ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া আবশ্যিক। যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয় বা এ দুইয়ের একটির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, সেটিই অনুসরণযোগ্য শরীয়ত। আর যা কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত, তা বর্জন করা আবশ্যিক। আর যে ইবাদত এ দুইয়ের মধ্যে উল্লেখিত হয়নি, তা বিদ'আত এবং তা করা

জায়ে নয়, তার দিকে আহবান ও উৎসাহিত করা তো দূরের কথা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَلْأَمِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের, অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখ্রিতাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থায় উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। [আন-নিসা: ৫৯] তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ...﴾

আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করা না কেন---
তার ফয়সালা তো আল্লাহরই কাছে... [আশ-শূরা: ১০]
তিনি আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ...﴾

বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে
আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে
ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন...

[ଆଲେ ଇମରାନ: ୩୧] ତିନି ଆରୋ ବଲେନ:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

﴿أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

କିନ୍ତୁ ନା, ଆପନାର ରବେର ଶପଥ! ତାରା ମୁମିନ ହବେ ନା ସତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରା ନିଜେଦେର ବିବାଦ-ବିସସ୍ତାଦେର ବିଚାର ଭାର ଆପନାର ଉପର ଅର୍ପଣ ନା କରେ; ଅତଃପର ଆପନାର ମୀମାଂସା ସମ୍ପର୍କେ ତାଦେର ମନେ କୋନୋ ଦ୍ଵିଧା ନା ଥାକେ ଏବଂ ସର୍ବାନ୍ତକରଣେ ତା ମେନେ ନେଯ। [ଆନ-ନିସା: ୬୫] ଏ ବିଷୟେ ଆରୋ ଅନେକ ଆୟାତ ରଯେଛେ, ଯା ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ, ମତବିରୋଧେର ବିଷୟଗୁଲୋ କିତାବ ଓ ସୁନ୍ନାହର ଦିକେ ଫିରିଯେ ଦେଓଯା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏ ଦୂରେର ଫୟସାଲାୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାକା ଆବଶ୍ୟକ। ଆର ଏଟାଇ ଈମାନେର ଦାବି ଏବଂ ଦୁନିଆ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକର ଓ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ।

ହାଫିୟ ଇବନୁ ରଜବ ରାହିମାତୁଲ୍ଲାହ ତାର କିତାବ (ଲୋତାୟିଫୁଲ ମାଆରିଫ)-ଏ ଏହି ବିଷୟେ ପୂର୍ବବତୀ କଥାର ପର ବଲେନ:

“ମଧ୍ୟ ଶା’ବାନେର ରାତେର ଫୟାଲତ ସମ୍ପର୍କେ ଶାମେର ତାବେଂଗଣ ଯେମନ ଖାଲିଦ ଇବନୁ ମା’ଦାନ, ମାକହୁଲ, ଲୁକମାନ ଇବନୁ ଆମିର ପ୍ରମୁଖ ଏ ରାତକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିତେନ ଏବଂ ଇବାଦତେ ସାଧନା କରତେନ। ତାଦେର ଥେକେଇ ଲୋକେରା ଏ ରାତେର ଫୟାଲତ ଓ ମହିମା ଗ୍ରହଣ କରେଛେ। ବଲା ହ୍ୟ ଯେ: ତାଦେର କାହେ ଏ ବିଷୟେ କିଛୁ ଇସରାଇଲି ବର୍ଣନ ପୌଛେଛିଲ। ସଖନ ଏହି ବିଷୟଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ

হয়ে গেল, তখন মানুষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই বর্ণনাগুলো গ্রহণ করে এবং এ রাতকে সম্মানিত মনে করতে শুরু করে। বসরার কিছু ইবাদতগুজার ও অন্যদের মধ্যেও এ মত গ্রহণকারীদের একটি দল ছিল। তবে এটিকে হিজায়ের অধিকাংশ আলেম প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাদের মধ্যে আতা, ইবনু আবি মুলাইকা রয়েছেন। এটা আবদুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনু আসলাম মদিনার ফকীহদের থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি ইমাম মালিকের অনুসারী ও অন্যদের মত। তারা বলেছেন: এটি সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাত।

শামের আলেমগণ এ রাতটি যাপনের পদ্ধতি সম্পর্কে দুইটি মতে মতানৈক্য করেছেন:

প্রথমত: মসজিদে সমষ্টিগতভাবে এ রাতে জেগে আমল করা মুস্তাহাব। এই রাতে খালিদ ইবনু মাআদান, লুকমান ইবনু আমির এবং অন্যান্যরা তাদের সুন্দরতম পোশাক পরিধান করতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন ও সুরমা লাগাতেন এবং মসজিদে অবস্থান করতেন। ইসহাক ইবনু রাহইয়া তাদের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তিনি মসজিদে জামাতের সাথে কিয়ামুল্লাইল করা সম্পর্কে বলেছেন: “এটি বিদ্যাত নয়।” হারব আল-কিরমানী তার মাসায়েলে এটি উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয়ত: মসজিদে সালাত, কিসসা ও দোআর জন্য একত্র হওয়া মাকরাহ, তবে ব্যক্তিগতভাবে সালাত আদায় করা মাকরাহ নয়। এটি হলো শামের ইমাম,

ফকীহ ও আলেম আওয়াঙ্গের মত। আর এ মতটিই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় অধিকতর নিকটবর্তী।” তিনি এও বলেন যে: ‘ইমাম আহমদ এর পক্ষ থেকে মধ্য শা’বানের রাত সম্পর্কে কোনো বক্তব্য জানা যায় না। তবে তার ঈদের রাতের কিয়ামের দুই বর্ণনার মধ্যে একটি থেকে মধ্য শা’বানের রাতের কিয়াম মুস্তাহাব হওয়ার দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কারণ (এক বর্ণনায়) তিনি জামাতে কিয়ামকে মুস্তাহাব বলেননি; কেননা এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হয়নি। আবার তিনি এটিকে অপর বর্ণনায় মুস্তাহাব বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনু ইয়াজীদ ইবনু আসওয়াদ এর উপর আমল করার কারণে, যিনি তাবেঙ্গদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তেমনি মধ্য শা’বানের রাতের কিয়াম, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তার সাহাবীদের থেকে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। তবে শামের প্রসিদ্ধ ফকীহ তাবেঙ্গদের একটি দল থেকে এটি প্রমাণিত।

হাফিয় ইবন রজব রাহিমাল্লাহুর বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য শেষ হলো, এবং এতে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মধ্য শা’বানের রাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তার সাহাবীদের থেকে কিছুই প্রমাণিত হয়নি।

আর এ রাতে একাকী কিয়ামুল্লাইল আদায় করা মুস্তাহাব মর্মে ইমাম আওয়ায়ী রাহিমাল্লাহুর মত প্রদান এবং হাফিয় ইবনু রজবের এই মতটি গ্রহণ করা

নিতান্তই দুর্বল ও অপ্রচলিত; কারণ কোনো বিষয় যদি শরী'আতসম্মত হওয়ার ব্যাপারে শরী'আতী দলীল দ্বারা প্রমাণিত না হয়, তবে মুসলিমের জন্য তা আল্লাহর দ্বীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করা জায়েষ নয়, তা একাকী হোক বা জামাতে, গোপনে বা প্রকাশ্যে হোক; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সাধারণ উক্তির কারণে:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ».

“যে কেউ এমন আমল করল যা আমাদের শরী'আতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” এ ছাড়াও আরো অন্যান্য দলীল যা বিদ'আতকে প্রত্যাখ্যান ও তা থেকে সতর্ক থাকার প্রমাণ বহন করে।

ইমাম আবু বকর তারতুশী রহিমাহ্লাহ তার কিতাবুল হাওয়াদিস ওয়াল বিদা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

“ইবনু ওয়াদাহ হতে বর্ণিত, যায়েদ ইবনু আসলাম বলেন: আমরা আমাদের কোনো শায়খ বা ফকীহকে মধ্য শা'বানের দিকে মনোযোগ দিতে দেখিনি, এবং মাকহ্লের হাদীসের প্রতিও মনোযোগ দিতে দেখিনি, এবং তারা এর জন্য অন্য রাতের ওপর কোনো বিশেষ ফর্মালত দেখেননি।”

ইবনু আবী মুলায়কাহকে বলা হলো, যিয়াদ আন-নুমাইরী বলে: “ মধ্য শা'বানের রাতের সওয়াব লাইলাতুল-কদরের সওয়াবের সমান।” তিনি উত্তরে বললেন: “যদি আমি তা শুনতাম এবং আমার হাতে লাঠি থাকতো, তবে আমি তাকে আঘাত করতাম।” আর

যিয়াদ ছিলেন একজন কাহিনীকার। (কথা শেষ)

আল্লামা শাওকানী -রাহিমাহল্লাহ- তার «আল-ফাওয়ায়েদ আল-মাজমুআ» গ্রন্থে যা বলেছেন তা হলো:

“হাদীস: “হে আলী, যে ব্যক্তি শাবান মাসের মধ্যরাতে একশত রাকাত সালাত আদায় করবে এবং প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস দশবার করে পাঠ করবে; আল্লাহ তার সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন।” এর শেষ পর্যন্ত। এটি মাওয়ু বানোয়াট হাদীস এবং এর বর্ণনায় যে সওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা এমন যে, কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি এর মাওয়ু হওয়া নিয়ে সন্দেহ করবে না এবং এর বর্ণনাকারীগণ অজ্ঞাত। এটি আরো দ্বিতীয় ও তৃতীয় সনদে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সবই মাওয়ু এবং এর বর্ণনাকারীগণ অজ্ঞাত। তিনি 'মুখতাসার' গ্রন্থে বলেছেন: মধ্য শা'বান রাতের সালাতের হাদীসটি বাতিল। ইবনু হিবানে বর্ণিত আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস: “যখন মধ্য শা'বানের রাত আসে, তখন তার রাতে সালাত আদায় কর এবং দিনে রোয়া রাখ”, এটি দুর্বল। তিনি 'আল-লাআলি' গ্রন্থে বলেছেন: 'মধ্য শাবানের রাতে একশো রাকাত সালাত, প্রত্যেক রাকাতে দশবার ইখলাস' এর দীর্ঘ ফয়েলত থাকা সত্ত্বেও, দাইলামি ও অন্যান্যদের মতে এটি মাওয়ু। এবং এর তিনটি সনদের অধিকাংশ বর্ণনাকারী অজ্ঞাত দুর্বল। তিনি বললেন: «এবং সূরা ইখলাস ত্রিশবার পাঠ করার মাধ্যমে বারো রাকাত সালাত আদায় করা» বিষয়ক

হাদিসটি মাওয়ু, «এবং চৌদ রাকাত» সালাত আদায় সংক্রান্ত হাদিসটিও মাওয়ু।

এই হাদীস দ্বারা কিছু ফকীহগণ যেমন ইহইয়াউল উলুমের লেখক এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ প্রতারিত হয়েছেন। মধ্য শাবানের রাতের সালাতের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, যার সবই বাতিল ও মাওয়ু। এটি তিরমিঝীর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসের বিপরীত নয়, যেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি কবরস্থানে গমন করেন এবং মধ্য শাবানের রাতে মহান রব দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন ও কিলাব গোত্রের ভেড়ার পশমের সংখ্যার চেয়েও অধিক লোককে ক্ষমা করেন। কারণ আলোচ্য বিষয় হলো— এই রাতের বিশেষ নামাজ সংক্রান্ত তৈরি করা (মেনগড়া) আমল সম্পর্কে। যদিও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এ হাদীসটি দুর্বল এবং সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। যেমন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাতের সালাত বিষয়ক উল্লেখিত হাদীসটিও এই সালাতের বাতিল হওয়াকে খণ্ডন করে না, যদিও এতে দুর্বলতা রয়েছে যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি।

হাফিয় ইরাকী বলেন: “লাইলাতুন নিসফের সালাতের হাদীসটি মাওয়ু এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ।” ইমাম নববী তার গ্রন্থ (আল-মাজমু') এ বলেন: ‘সালাতুর রাগায়িব নামে পরিচিত সালাত, যা বারো রাকাত, মাগরিব ও এশার

মধ্যবর্তী সময়ে, রজব মাসের প্রথম শুক্রবার রাতে আদায় করা হয় এবং মধ্য শাবানের রাতের সালাত যা একশ রাকাত, এই দুই সালাত বিদ্যাত ও নিন্দনীয়। এগুলো (কৃতুল কুলূব) এবং (ইহইয়াউ উলুমিদীন) গ্রন্থে উল্লেখিত হওয়ায় বিভ্রান্ত হবেন না, এবং তাতে উল্লেখিত হাদীসের কারণে বিভ্রান্ত হবেন না, কেননা এগুলো সবই বাতিল। কিছু ইমাম যাদের উপর এর হুকুম স্পষ্ট হয়নি এবং যারা এটা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে পুস্তিকা রচনা করেছেন, তাদের দ্বারাও বিভ্রান্ত হবেন না, কেননা তারা এতে ভুল করেছেন।'

শাইখ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইবন ইসমাইল

আল-মাকদিসী এগুলো বাতিল প্রমাণে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা অত্যন্ত সুন্দর ও উৎকৃষ্ট। এই বিষয়ে আলিমদের বক্তব্য অনেক এবং যদি আমরা এই বিষয়ে আমাদের জানা সমস্ত বক্তব্য উল্লেখ করতে যাই, তবে সে আলোচনা দীর্ঘায়িত হবে। তবে আমরা যেটুকু উল্লেখ করেছি, আশা করা যায় তা সত্য অনুসন্ধানকারীর জন্য যথেষ্ট ও সন্তোষজনক হবে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ, হাদীসসমূহ এবং আলেমদের বক্তব্য থেকে সত্যের অনুসন্ধানকারী ব্যক্তির জন্য স্পষ্ট হয় যে, মধ্য শাবানের রাত উদযাপন করা, তা সালাতের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনোভাবে, এবং এ দিনের রোধা নির্দিষ্ট করা; অধিকাংশ

আলেমদের নিকট একটি নিল্নীয় বিদ্বাত, যার শরয়ী কোনো ভিত্তি নেই। বরং এটি সাহারীগণের যুগের পর ইসলামের নামে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ বিষয়ে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সত্যের অনুসন্ধানকারীর জন্য আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর এ বাণীই যথেষ্ট:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَنَكُمْ...﴾

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম [আল-মায়েদা: ৩] এবং এ অর্থে আরো যে আয়াতসমূহ এসেছে। তাছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.»

“যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” এবং এ অর্থে বর্ণিত অন্যান্য হাদীস।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْلَّيَالِيِّ، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَهَا بِالصَّيَامِ
مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.»

“রাতসমূহের মাঝে তোমরা কেবল জুমুআর রাতকে কিয়ামের জন্য নির্ধারন করে নিও না। অনুরূপভাবে দিনসমূহের মধ্যে কেবল জুমুআর দিনকে সিয়াম

পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। তবে তা যদি কারো নিয়মিত সাওম পালন করার দিনে পড়ে তাহলে সে সাওম পালন করতে পারবে।” অতএব যদি কোনো রাতকে বিশেষ ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা বৈধ হতো, তবে জুমুআর রাত অন্য রাতের চেয়ে অগ্রগণ্য হতো; কারণ, এ দিনটি হচ্ছে যেসব দিনে সূর্য ওঠে তার মধ্যে উত্তম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী। কাজেই যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নির্দিষ্ট রাতগুলোতে কিয়াম করার ব্যাপারে সতর্ক করেন, তখন তা প্রমাণ করে যে অন্যান্য রাতগুলোতে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা আরও বেশি অনুচিত, কোন রাতকে নির্দিষ্ট কোন ইবাদতের সাথে খাস করা জায়ে নয়; যদি না নির্দিষ্ট করার জন্য কোনো সহীহ দলিল থাকে।

যেহেতু লাইলাতুল কদর এবং রময়ানের রাতগুলোতে কিয়াম করা ও ইবাদতে সাধনা করা শরীয়ত সম্মত করা হয়েছে, সেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে জানিয়েছে, উম্মতকে কিয়াম করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, এবং তিনি নিজেও তা পালন করেছেন, যেমন সহীহাইন-এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةً

الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْسَابًا، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔

“যে ব্যক্তি রমযানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় কিয়ামুল লাইল পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে কিয়াম করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।” সুতরাং যদি মধ্য শা’বানের রাত, বা রজব মাসের প্রথম জুমুআর রাত, বা ইসরা ও মিরাজের রাতকে কোন উৎসব বা ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা শরীয়ত সম্মত হতো, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই উম্মতকে এর প্রতি নির্দেশনা দিতেন, অথবা নিজেই তা পালন করতেন। যদি এমন কিছু ঘটতো, তবে সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিতেন এবং তা গোপন করতেন না। তারা ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ এবং নবীগণের পর সর্বোত্তম কল্যাণকামী। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাদের সন্তুষ্ট করুন।

তুমি একটু আগেই আলেমদের কথায় জেনেছ যে, রজব মাসের প্রথম জুমুআর রাত ও মধ্য শা’বানের রাতের ফজিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছুই প্রমাণিত হয়নি, এবং সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও কিছু প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং জানা গেল যে, এ দু’টি রাত উদযাপন

করা ইসলামে নতুন উদ্ভাবিত বিদ্যাত। অনুরূপভাবে এ রাতগুলোকে কোনো ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করাও একটি নিল্নীয় বিদ্যাত। অনুরূপভাবে রজব মাসের সাতাশতম রাত, যা কিছু লোক মনে করে যে এটি ইসরাও মিরাজের রাত, তা কোনো ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েয় নয়, যেমন এ রাত উদযাপন করাও জায়েয় নয়; পূর্বোক্ত প্রমাণের কারণে। এটি প্রযোজ্য হত যদি রাতটি নির্দিষ্টভাবে জানা যেত, সুতরাং আলেমদের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ইসরার রাতটি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না-তাহলে বিষয়টি কেমন হতে পারে?! আর যে ব্যক্তি বলেছেন: এটি হলো রজব মাসের সাতাশতম রাত, তার এ কথা ভিত্তিহীন এবং সহীহ হাদীসে এর কোনো প্রমাণ নেই। আর জনৈক ব্যক্তি উত্তম বলেছেন যে:

“সবচেয়ে উত্তম বিষয় হলো হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ববর্তী বিষয়সমূহ... আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নতুন উদ্ভাবিত বিদ্যাতসমূহ।”

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এবং সকল মুসলিমকে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার এবং তাতে দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করেন, আর যা এর বিরোধী তা থেকে সতর্ক থাকার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি দানশীল, মহানুভব।

আর সালাত ও সালাম নাফিল হোক আল্লাহর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তার পরিবার পরিজন এবং সব

সাহাবীর ওপর।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অষ্টম পত্র:

একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অসিয়তের
ব্যাপারে জরুরী সতর্কবার্তা, যা সম্বন্ধ করা
হয়েছে

মসজিদে নববীর খাদেম শাইখ আহমদ-এর
দিকে।

এটি আব্দুল আয়ীফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বাঘ এর
পক্ষ থেকে তাদের প্রতি যারা এই পুস্তিকাটি পাঠ
করবেন, আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে রক্ষা
করুন এবং আমাদের ও তাদেরকে মূর্খ-
সীমালঙ্ঘনকারীদের মিথ্যা অপবাদ থেকে রক্ষা করুন,
আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া
বারাকাতুহ

অতঃপর, আমি মসজিদে নববী শরীফের খাদেম
শাইখ আহমদ এর নামে একটি বক্তব্য সম্পর্কে অবগত
হয়েছি, যার শিরোনাম: “মদীনা মুনাওয়ারা থেকে
মসজিদে নববী শরীফের খাদেম শাইখ আহমদ এর
পক্ষ হতে অসিয়ত”, এতে তিনি বলেছেন:

“এক শুক্রবার রাতে আমি জেগে ছিলাম এবং
কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। এরপর আল্লাহর সুন্দর

নামসমূহ পাঠ করলাম। যখন তা শেষ করলাম, তখন ঘুমানোর প্রস্তুতি নিলাম। স্বপ্নে আমি সেই মহান ব্যক্তিত্বকে দেখলাম, যিনি কুরআনের আয়াত এবং মহৎ বিধান নিয়ে এসেছেন, বিশ্বজগতের জন্য রহমত, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বললেন: হে শেখ আহমদ, আমি বললাম: লাববাইক, হে রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহর সবচেয়ে সম্মানিত সৃষ্টি! তিনি আমাকে বললেন, “আমি মানুষের কু-কর্মের কারণে লজ্জিত, এবং আমি আমার রবের ও ফেরেশতাদের সম্মুখীন হতে পারছি না; কারণ জুমু’আ থেকে জুমু’আ পর্যন্ত এক লক্ষ ষাট হাজার লোক ইসলামের বাইরে মারা গেছে।” অতঃপর তিনি কিছু পাপের কথা উল্লেখ করলেন, যা মানুষের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন: - এই অসিয়তটি তাদের প্রতি দয়ালু, পরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর তিনি কিয়ামাতের কিছু আলামত উল্লেখ করলেন, তারপর বললেন: - হে শেখ আহমদ, তাদেরকে এই অসিয়ত জানিয়ে দাও; কারণ এটি লওহে মাহফুজ থেকে তাকদীরের কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ। যে ব্যক্তি এটি লিখবে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে, বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠাবে; তার জন্য জানাতে একটি প্রাসাদ নির্মিত হবে। আর যে এটি লিখবে না এবং পাঠাবে না, তার জন্য কিয়ামাতের দিন আমার সুপারিশ হারাম হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এটি লিখবে; যদি সে গরীব হয়, আল্লাহ তাকে ধনী করবেন, অথবা যদি সে খণ্ডন্ত

হয়, আল্লাহ তার ঝণ পরিশোধ করবেন, অথবা তার উপর কোনো গুনাহ থাকলে আল্লাহ তাকে এবং তার পিতামাতাকে এ অসিয়তের বরকতে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যে এটি লিখবে না, তার মুখ দুনিয়া ও আধিরাতে কালো হবে।' তিনি আরো বললেন: 'আল্লাহর নামে তিনবার কসম করে বলছি, এটাই সত্য। আর যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তাহলে যেন ইসলামহীন দুনিয়া থেকে বিদায় নেই। যে ব্যক্তি এতে বিশ্বাস করবে, সে জাহানামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। আর যে এতে অবিশ্বাস করবে, সে কাফির হবে।'

এটি হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আরোপিত মিথ্যা অসিয়তের সারাংশ। আমরা বহু বছর ধরে বহুবার এই মিথ্যা অসিয়াত শুনেছি, যা মাঝে মাঝে মানুষের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়, যদিও এর শব্দগুলিতে ভিন্নতা রয়েছে। এই মিথ্যাবাদী লোকটি বলে: সে স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে এবং তার থেকে এই উপদেশ গ্রহণ করেছে। প্রিয় পাঠক! আমরা যে শেষ প্রচারপত্রের কথা উল্লেখ করেছি, তাতে মিথ্যাবাদী দাবি করেছে যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘূমানোর প্রস্তুতির সময় দেখেছে। এর অর্থ হচ্ছে: সে তাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে!

এই মিথ্যাবাদী উক্ত অসিয়তে বহু বিষয় দাবি করেছে: যা সবচেয়ে স্পষ্ট মিথ্যা এবং সবচেয়ে স্পষ্ট অসত্য।

ইনশাআল্লাহ, আমি শীঘ্রই এই বক্তব্যে আপনাকে এ সম্পর্কে সতর্ক করব। আমি পূর্ববর্তী বছরগুলোতে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছি এবং মানুষকে দেখিয়েছি যে এটি সবচেয়ে স্পষ্ট মিথ্যা এবং সবচেয়ে স্পষ্ট অসত্য। যখন আমি এই শেষ প্রচারপত্রটি দেখলাম, তখন এর অসারতা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এবং এর মিথ্যাবাদীর মিথ্যাচারের ওপর সত্ত্বেও এ সম্পর্কে লেখার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। আমি কখনো ভাবিনি যে এর অসারতা এমন কারো কাছে প্রচারিত হবে যার ন্যূনতম অন্তর্দৃষ্টি বা সুস্থ প্রকৃতি রয়েছে। কিন্তু অনেক ভাই আমাকে জানিয়েছেন যে, এটি অনেক মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং তারা এটি নিজেদের মধ্যে বিনিময় করেছে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ এটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে; তাই আমি মনে করি আমার মতো লোকদের জন্য এ সম্পর্কে লেখা আবশ্যিক, এর মিথ্যা হওয়া স্পষ্ট করার জন্য এবং এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে আরোপিত মিথ্যা যাতে কেউ প্রতারিত না হয়। আর জ্ঞান ও ঈমানের অধিকারী অথবা সঠিক স্বভাব ও সুস্থ বিবেকের অধিকারী যে কেউ এগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, সে বুঝতে পারবে যে, বহু দিক থেকে এটি মিথ্যা ও রটনা হিসেবে পরিগণিত।

আমি শাইখ আহমাদ রাহিমাহল্লাহর কিছু আত্মীয়কে এই মিথ্যা অসিয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা আমাকে উত্তর দিলেন যে, এটি শাইখ আহমাদের উপর

আরোপিত মিথ্যা এবং মূলত তিনি কখনো এটি বলেননি। উল্লেখিত শেখ আহমদ কিছুদিন পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উল্লেখিত শেখ আহমদ অথবা তার চেয়েও বড় কেউ দাবি করে যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে এবং তাকে এই অসিয়ত করেছে, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারব যে, সে মিথ্যাবাদী অথবা যে তাকে এ কথা বলেছে সে শয়তান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন। এর কারণ অনেকগুলো, তন্মধ্যে:

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মৃত্যুর পর জাগ্রত অবস্থায় দেখা যায় না। মূর্খ সুফিদের মধ্যে যারা দাবি করে যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছে, অথবা তিনি মীলাদুন্নবীতে উপস্থিত হন, অথবা এ ধরনের কিছু ঘটে; তারা চরম ভুল করেছে এবং তাদের ওপর চরম বিভ্রান্তি চাপানো হয়েছে। তারা একটি বড় ভুলে পড়েছে এবং কিতাব, সুন্নাহ ও আলেমদের গ্রন্থসমত্ত্বের বিরোধিতা করেছে; কারণ মৃতরা কেবল কিয়ামতের দিন কবর থেকে বের হবে, দুনিয়ায় নয়। আর যে ব্যক্তি এর বিপরীত কথা বলে, সে স্পষ্ট মিথ্যাবাদী অথবা বিভ্রান্ত, সে সঠিক পথ চিনতে পারেনি যা সালাফে সালেহীন চিনেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ও তাদের অনুসারীগণ যার অনুসরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা

বলেছেন:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْتُوْنَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝﴾

এরপর তোমরা নিশ্চয় মরবে,

“তারপর কেয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমাদেরকে উন্নিত করা হবে।” [আল-মুমিনুন: ১৫, ১৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«أَنَّا أَوَّلُ مَنْ تَنْشُقُ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ».

“কিয়ামতের দিন আমিই প্রথম ব্যক্তি যার জন্য জমিন বিদীর্ণ হবে এবং আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি।” এ বিষয়ে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সত্যের বিপরীত কিছু বলেন না; জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর। এই অসিয়ত তার শরীয়তের স্পষ্ট বিরোধিতা করে, যার অনেকগুলো কারণ রয়েছে - যা সামনে আসছে -। বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখা যেতে পারে। যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মহিমান্বিত রূপে স্বপ্নে দেখেছে, সে তাকেই দেখেছে; কারণ শয়তান তার রূপ ধারণ করতে পারে না, যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে। কিন্তু আসল বিষয়টি নির্ভর করে দর্শনকারীর জৈমান, তার সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, স্মৃতিশক্তি, ধর্মনির্ণয় এবং বিশ্বস্ততার উপর। সে কি নবী সাল্লাল্লাহু

ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମକେ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଦେଖେଛେ,
ନାକି ଅନ୍ୟ କୋନୋ ରୂପେ?

ସଦି ନବୀ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମେର
ଜୀବଦ୍ଧଶାୟ ବଲା କୋନୋ ହାଦୀସ ଏମନ ସୂତ୍ର ଥେକେ ଆସେ
ସା ନିର୍ଭର୍ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟନ ରାବିଦେର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ
ନୟ, ତବେ ତା ଗ୍ରହଣ୍ୟୋଗ୍ୟ ହବେ ନା ଏବଂ ତାର ଦ୍ୱାରା ଦଲିଲ
ପ୍ରମାଣ କରା ଯାବେ ନା । ଅଥବା ସଦି ତା ନିର୍ଭର୍ଯୋଗ୍ୟ ଓ
ସଠିକ ରାବିଦେର ଦ୍ୱାରା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏମନ ରାବିର ବର୍ଣନାର
ସାଥେ ବିରୋଧ କରେ ଯିନି ତାଦେର ଚେଯେ ଅଧିକ ହିଫ୍ୟକାରୀ
ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ଯାର ସାଥେ ଉତ୍ତର ବର୍ଣନାକେ ଏକତ୍ର
କରା ସନ୍ତ୍ବନ୍ନ ନୟ, ତବେ ଏକଟିକେ ମାନସୂଖ ହିସେବେ ଗଣ୍ୟ
କରା ହବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ନାସେଖ ବା ରହିତକାରୀ ହିସେବେ
କାର୍ଯ୍ୟକର ଗଣ୍ୟ ହବେ, ସେଥାନେ ଶର୍ତ୍ତସାପେକ୍ଷେ ତା ସନ୍ତ୍ବନ୍ନ ହୟ ।
ଆର ସଦି ଏକତ୍ର କରା ବା ମାନସୂଖ କରା ସନ୍ତ୍ବନ୍ନ ନା ହୟ, ତବେ
କମ ହିଫ୍ୟକାରୀ ଓ କମ ନ୍ୟାୟପରାୟନ ରାବିର ବର୍ଣନାକେ
ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରତେ ହବେ ଏବଂ ତା ଶାୟ ବଲେ ଗଣ୍ୟ କରତେ
ହବେ, ଯା ଦ୍ୱାରା ଆମଲ କରା ଯାବେ ନା ।

ତାହଲେ କିଭାବେ ଏମନ ଏକଟି ଅସିଯତ ଗ୍ରହଣ୍ୟୋଗ୍ୟ
ହତେ ପାରେ ଯାର ପ୍ରଣେତା ଅଜାନା, ଯିନି ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ
ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହ ଆଲାଇହି ଓୟାସାଲ୍ଲାମେର ନାମେ ତା ପ୍ରଚାର
କରେଛେନ, ଏବଂ ଯାର ନ୍ୟାୟପରାୟନତା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା
ଅଜାନା? ଏଇ ଅବସ୍ଥାୟ ଏଟି ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏର ପ୍ରତି
ମନୋଯୋଗ ଦେଓୟା ଉଚିତ ନୟ, ସଦିଓ ଏତେ ଏମନ କିଛୁ ନା
ଥାକେ ଯା ଶରୀଯତେର ବିରୋଧୀ । ତାହଲେ କିଭାବେ ସଖନ
ଅସିଯତଟି ଏମନ ଅନେକ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯା ଏର

অসারতা প্রমাণ করে এবং এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা আরোপকারী, এবং
এমন একটি ধর্মীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করে যা আল্লাহ
অনুমোদন করেননি?!

অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ؛ فَلْيَبْرُوْأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

“যে ব্যক্তি আমার ওপর এমন কিছু বলবে যা আমি
বলিনি, সে যেন তার অবস্থান জাহানামে নির্ধারণ করে
নিল।” এ অসিয়তের রটনাকারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে এমন কিছু বলেছে যা
তিনি বলেননি, এবং তার উপর গুরুতর মিথ্যাচার
করেছে। সুতরাং সে এই বিরাট শাস্তির জন্য সে কতই না
উপযুক্ত, এবং যদি সে তওবা না করে ও মানুষের কাছে
এই অসিয়তের মিথ্যাচার প্রকাশ না করে, তবে সে এ
শাস্তির কতই না প্রাপ্য। কারণ যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে
মিথ্যা প্রচার করে এবং তা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করে,
তার তওবা তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন সে তা প্রকাশে
ঘোষণা করবে এবং দেখাবে; যাতে মানুষ তার মিথ্যাচার
থেকে ফিরে আসা এবং নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা
সম্পর্কে জানতে পারে; আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنْزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَّهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ اللَّعْنُونَ ﴾١٤٣
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَشَوَّبُ الرَّحِيمِ﴾ ١٤٤

নিশ্চয় যারা গোপন করে আমরা যেসব সুস্পষ্ট নির্দশন ও হেদায়াত নাখিল করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লান্ত করেন এবং লান্তকারীগণও তাদেরকে লান্ত করেন।

তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অতএব, এদের তাওবা আমি কবুল করব। আর আমি অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। [আল-বাকারাহ: ১৫৯, ১৬০] এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট করেছেন যে, যে কেউ সত্য কিছু গোপন করে, তার তাওবা শুধুমাত্র নিজের সংশোধন ও সুস্পষ্ট ঘোষণার পরই গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে তাদের উপর নি'আমাতকে সম্পূর্ণ করেছেন। আর তার নিকট পূর্ণসং শরীয়ত ওহী করেছেন এবং পূর্ণতা ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার তিনি তার মৃত্যু দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন:

»...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتِ
لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...»

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন

হিসেবে পছন্দ করলাম। [আল-মায়েদা: ৩]

এই অসিয়তের মিথ্যাচারকারী চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিল, যে নতুন একটি ধর্মের আড়ালে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে তার বিধান গ্রহণকারীদের জন্য জান্মাতে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি এবং তার বিধান গ্রহণ না করাদের কারণে জান্মাত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও জাহানামে প্রবেশের শাস্তি নির্ধারিত হবে বলে দাবি করেছে। সে চায় যে এই মিথ্যা অসিয়তকে কুরআনের চেয়ে মহৎ ও উত্তম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে; যেহেতু সে মিথ্যা দাবি করেছে: যে ব্যক্তি এটি লিখবে এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে, বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠাবে; তার জন্য জান্মাতে একটি প্রাসাদ নির্মিত হবে। আর যে এটি লিখবে না এবং পাঠাবে না, তার জন্য কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ হারাম হয়ে যাবে। এটি সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যা, এই মিথ্যা অসিয়তের মিথ্যাচারের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ এবং এর মিথ্যাবাদীর লজ্জাহীনতা ও মিথ্যা বলার ওপর তার দুঃসাহসের প্রমাণ; কারণ যে ব্যক্তি কুরআন কারীম লিখে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করে, যদি সে কুরআন কারীমের ওপর আমল না করে তবে তার জন্য এই মর্যাদা অর্জিত হয় না। তাহলে এই মিথ্যার লেখক ও তা এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রেরণকারীর জন্য কিভাবে এই মর্যাদা অর্জিত হবে?! যে ব্যক্তি কুরআন লিখেনি এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে

পাঠায়নি, যদি সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান রাখে এবং তার শরী'আতের অনুসরণ করে, সে তার শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হবে না। এই এক মিথ্যাই এই অসিয়তটির অসারতা প্রমাণ করতে যথেষ্ট, এবং এর প্রচারকারীর মিথ্যাচার, তার লজ্জাহীনতা, নির্বুদ্ধিতা এবং তিনি যে সঠিক পথের বিষয়ে রাসুল (সা.) এর শিক্ষা জানতেন না, তার প্রমাণ বহন করে।

এ অসিয়তে উল্লেখিত বিষয়গুলোর বাইরে আরও কিছু বিষয় রয়েছে, যা সবই এর অসারতা ও মিথ্যাচার প্রমাণ করে। এর রটনাকারী যদি হাজারবার বা তারও বেশি শপথ করে এর সত্যতার পক্ষে, কিংবা নিজের উপর সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ও কঠোরতম নিন্দা দেকে আনে, তবুও সে সত্যবাদী হবে না, এবং এটি সত্য হবে না। বরং আল্লাহর কসম, এটি সবচেয়ে বড় ও নিকৃষ্ট মিথ্যাচারগুলোর একটি। আমরা আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তাআলা এবং আমাদের কাছে উপস্থিত ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রাখছি। এবং মুসলিমদের মধ্যে যারা এই লেখাটি সম্পর্কে জানতে পারবে তাদেরকেও-আমাদের পক্ষ থেকে এটি সেই সাক্ষ্য, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রভুর কাছে উপস্থিত হবো: যে এই অসিয়তটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে মিথ্যা ও রটনা, আল্লাহ তাআলা এই মিথ্যককে অপমানিত করুন এবং তার সঙ্গে সেই আচরণ করুন যা তার প্রাপ্য।

এই অসিয়তের মিথ্যা ও অসারতা প্রমাণ করার জন্য

পূর্বে উল্লেখিত বিষয় ছাড়াও এতে বর্ণিত মূলপাঠও অনেক বিষয় প্রমাণ করে, তন্মধ্যে:

প্রথম বিষয়: এতে বলা হয়েছে: (কারণ শুক্রবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত এক লক্ষ ষাট হাজার লোক ইসলামের বাইরে মারা গেছে); কারণ এটি গায়েবী বিষয়, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর অহী বন্ধ হয়ে গেছে। আর তিনি জীবিত অবস্থায় গায়েব জানতেন না, তাহলে মৃত্যুর পর কিভাবে জানবেন; কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿قُلْ لَاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائِينَ اللَّهِ وَلَاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ...﴾

বলুন, 'আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমর নিকট আল্লাহর ভাস্তুরসমূহ আছে, আর আমি গায়েবোও জানি না...' [আল-আনআম: ৫০] আল্লাহর আরেকটি বাণী:

﴿قُلْ لَاَ يَعْلَمُ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّاَ اللَّهُ...﴾

বলুন, 'আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না...' [আন-নামল: ৬৫] সহীহ হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يُذَادُ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي أَصْحَابِي، فَيَقَالُ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة: ১১৭].»

“কিয়ামতের দিন আমার হাউয় থেকে কতিপয় লোককে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব: হে আমার রব! এরা আমার সঙ্গী, আমার সঙ্গী। তখন আমাকে বলা হবে: তোমার পরে তারা কী ধরণের নতুন কাজের উদ্ভাবন (বিদআত) করেছিল, তা তুমি জানো না। তখন আমি সৎকর্মশীল ব্যক্তির (ঈসা) মতো বলব: ‘এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী; কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের পর্যবেক্ষক এবং আপনিই সকল বিষয়ে সাক্ষী।’ [মায়েদা: ১১৭]”

দ্বিতীয় বিষয়: -এই অসিয়তের অসারতা ও মিথ্যা প্রমাণকারী বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলে:- এতে বলা হয়েছে: (যে ব্যক্তি এটি লিখবে; যদি সে গরীব হয়, আল্লাহ তাকে ধনী করবেন, অথবা যদি সে খণ্ডগ্রস্ত হয়, আল্লাহ তার খণ্ড পরিশোধ করবেন, অথবা তার উপর কোনো গুনাহ থাকলে আল্লাহ তাকে এবং তার পিতামাতাকে এ অসিয়তের বরকতে ক্ষমা করবেন) ইত্যাদি। এটি সবচেয়ে বড় মিথ্যাচারগুলোর একটি এবং এর রটনাকারীর মিথ্যাচারের সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ। তার আল্লাহ ও বান্দাদের প্রতি লজ্জাহীনতার প্রমাণ; কারণ এই তিনটি বিষয় কুরআন কারীম শুধু লেখার মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তাহলে কিভাবে তা এই মিথ্যা অসিয়ত লেখকের জন্য হতে পারে?! বরং এই কপট ব্যক্তি মানুষকে ধোঁকা দিতে এবং তাদেরকে এই উপদেশের

সাথে জড়িয়ে রাখতে চায়; যাতে তারা এটি লিখে এবং এই মিথ্যা ফজিলতের সাথে জড়িয়ে থাকে। আর যেন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে উপায় নির্ধারণ করেছেন এবং যেগুলোকে ধন-সম্পদ অর্জন, খণ্মুক্তি ও গুনাহ মাফের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তা তারা পরিত্যাগ করে। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই অপমানের কারণ এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের আনুগত্য থেকে।

তৃতীয় বিষয়: -এই অসিয়তের অসরাতার প্রমাণকারী হলো: এতে বলা হয়েছে: (আর আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যে এটি লিখবে না, তার মুখ দুনিয়া ও আধিরাতে কালো হবে)। এটিও সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যাচারগুলোর একটি এবং এই অসিয়তের মিথ্যার ও এর রটনাকারীর মিথ্যাবাদীতার প্রমাণের স্পষ্ট প্রমাণ। কিভাবে একজন বুদ্ধিমান মানুষ মেনে নিতে পারে যে, কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি চতুর্থ শতাব্দীতে এমন একটি মিথ্যা অসিয়ত রচনা করবে, যা সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে তৈরি করেছে এবং দাবি করছে যে, যে এটি লিখবে না, তার মুখ দুনিয়া ও আধিরাতে কালো হয়ে যাবে, আর যে এটি লিখবে সে দারিদ্র্যের পর ধনী হবে, খণ্মের বোঝা থেকে মুক্ত হবে, এবং তার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে!!

আল্লাহ কর্তৃ না পবিত্র, এটি একটি মহা অপবাদ!!
প্রমাণ ও বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় যে, এই মিথ্যাবাদীর কথা

মিথ্যা, সে আল্লাহর উপর বড় দুঃসাহস দেখিয়েছে এবং আল্লাহ ও মানুষের কাছে তার লজ্জার অভাব রয়েছে। বহু মানুষই তো তা লেখেনি, অথচ তাদের মুখ কালো হয়নি। অপরদিকে বিশাল সংখ্যক লোক রয়েছে, যারা বহুবার তা লিখেছে, তবুও তাদের খণ্ড পরিশোধ হয়নি, তাদের দারিদ্র্য দূর হয়নি। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই হাদয়ের বিপ্রান্তি ও পাপের কলুষতা থেকে। এগুলো এমন গুণাবলী ও প্রতিদান যা শরীয়ত সেই ব্যক্তির জন্যও নির্ধারণ করেনি যিনি সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআন মাজীদ লিখেছেন। তাহলে কিভাবে তা সেই ব্যক্তির জন্য হতে পারে যে এ মিথ্যা অসিয়ত লিখেছে যা বিভিন্ন প্রকারের বাতিল ও বহু প্রকারের কুফরীতে ভরপূর? সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ কত সহনশীল সেই ব্যক্তির প্রতি যে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যার দুঃসাহস দেখায়।

চতুর্থ বিষয়: -এই অসিয়তের মিথ্যা ও এর রটনাকারীর মিথ্যাবাদীতা প্রমাণের স্পষ্ট একটি প্রমাণ হলো:- এতে বলা হয়েছে: (যে ব্যক্তি এতে বিশ্বাস করবে, সে জাহানামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। আর যে এতে অবিশ্বাস করবে, সে কাফির হবে), এটিও মিথ্যার প্রতি এক অতি দুঃসাহসী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যাচার; এই মিথ্যাবাদী সকল মানুষকে তার মিথ্যাটি বিশ্বাস করার জন্য আহ্বান করছে এবং দাবি করছে যে, এর মাধ্যমে তারা জাহানামের শাস্তি থেকে বাঁচবে এবং যে কেউ এটিকে মিথ্যা বলবে, সে কাফির হয়ে যাবে। এই

মিথ্যাবাদী আল্লাহর ওপর মিথ্যার দুঃসাহস দেখিয়েছে, আল্লাহর কসম, সে সত্যের বিপরীত কথা বলেছে। যে কেউ এটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, সে-ই কাফির হওয়ার যোগ্য, যে এটিকে মিথ্যা বলবে সে নয়; কারণ এটি একটি মিথ্যা, বাতিল ও ভিত্তিহীন মিথ্যাচার। আমরা আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এটি মিথ্যা এবং এর রটনাকারী একজন মিথ্যুক, যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মানুষের জন্য নতুন শরীয়ত প্রবর্তন করতে চায় এবং তাদের দীনে এমন কিছু প্রবেশ করাতে চায় যা তার অংশ নয়। আল্লাহ এই উম্মতের জন্য এই মিথ্যা রটনার চৌদ শতাব্দী পূর্বেই দীনকে পূর্ণ ও সম্পূর্ণ করেছেন। সুতরাং আপনারা সতর্ক থাকুন: হে পাঠকবৃন্দ ও ভাইয়েরা, এবং এই ধরনের মিথ্যাচারকে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন, যেন এগুলো আপনাদের মধ্যে প্রচলিত না হয়। কেননা সত্যের উপর নূর থাকে যা তার অনুসন্ধানকারীর কাছে বিভ্রান্তিকর হয় না। সুতরাং প্রমাণ দ্বারা সত্যকে অনুসন্ধান করুন এবং আপনাদের কাছে যা অস্পষ্ট তা সম্পর্কে জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। মিথ্যাবাদীদের শপথে প্রতারিত হবেন না, কেননা লাঞ্ছিত ইবলিস আপনাদের পিতা আদম ও মাতা হাওয়ার কাছে শপথ করেছিল যে, সে তাদের কল্যাণকামী, অথচ সে ছিল সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদী। যেমন আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেছেন:

আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল,
নিশ্চয় আমি তোমাদের শুভাকাংখীদের একজন।' [আল-আরাফ: ২১] অতএব, তার থেকে সতর্ক থাকুন এবং তার অনুসারীদের মধ্যে যারা মিথ্যাচার করে তাদের থেকেও সতর্ক থাকুন। তাদের কতই না মিথ্যা শপথ, বিশ্বাসঘাতক চুক্তি, এবং বিভ্রান্তি ও পথপ্রস্তর করার জন্য সুসজ্জিত কথাবার্তা রয়েছে। তবে এ মিথ্যাবাদী যে প্রকাশ্য অন্যায়কার্যের কথা উল্লেখ করেছে, তা সত্যিই ঘটচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এ থেকে চূড়ান্ত সতর্কতা প্রদান করেছে। এতে রয়েছে পথনির্দেশনা ও পরিপূর্ণতা।

আর কিয়ামতের শর্তাবলী সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের আলামতসমূহ কি হবে, এবং কুরআন মাজীদেও এর কিছু উল্লেখ রয়েছে। যে ব্যক্তি তা জানতে চায়, সে তা সঠিকভাবে সুনান গ্রন্থ এবং ইলম ও ঈমানের অধিকারী আলেমদের রচনাবলীতে পাবে। মানুষের এ ধরনের মিথ্যাবাদী ও বিভ্রান্তিকর ব্যক্তির ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, যারা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দেয়। আল্লাহ আমাকে, আপনাদেরকে এবং সকল মুসলিমদেরকে শয়তানের ক্ষতি, বিভ্রান্তিকর ফিতনা, পথপ্রস্তরদের প্রষ্টতা এবং আল্লাহর শক্রদের মিথ্যা প্ররোচনা থেকে রক্ষা করুন- যারা আল্লাহর

নূরকে তাদের মুখের মাধ্যমে নিভিয়ে দিতে চায় এবং মানুষের ধর্মকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আল্লাহর তার নূরকে পূর্ণ করবেন এবং তার দ্বীনকে সাহায্য করবেন, যদিও শয়তান এবং তাদের অনুসারী কাফের ও নাস্তিকরা তা অপচন্দ করে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিমদের অবস্থা সংশোধন করেন, এবং তাদেরকে হক অনুসরণ করার, তাতে দৃঢ় থাকার এবং সকল পাপ থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তওবা করার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু এবং সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক। আর সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত মন্দ কাজ থেকে বাঁচার সামর্থ্য কিংবা ভাল কাজ করার কোন শক্তি আমাদের নেই।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও রাসূল সত্যবাদী আল-আমীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তার পরিবারবর্গ, সাহবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সঠিকভাবে তাদের অনুসরণ করবে তাদের সকলের ওপর।



رسالہ الکریمین

ହରାମାଇନ ବାର୍ତ୍ତା

ଉଲ-ହାରାମ ଏବଂ ମସଜିଦେ ନବବୀ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରୀଦେର ଜନ୍ୟ
ନିର୍ଦେଶିକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଯ.

